পলাতক

রাজকমল
কলামন্দিরের
নিবেদন

ভি, শান্তারামের প্রযোজনায়
রাজকমল কলামন্দিরের নিবেদন

পলাতক

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
যাত্রিক
সঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
মূল কহিনী
মনোজ বসু

আলোকচিত্রশিল্পী : সৌমেন্দু রায়। শব্দযোজন : সোমেন চট্টোপাধ্যায়।
শিল্পনির্দ্দেশ : বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। ব্যবস্থাপনা : ভানু ঘোষ।
প্রচার পরিকল্পনা : সুকুমার ঘোষ। নৃত্যনির্দেশনা : প্রভাত ঘোষ।
রূপসজ্জা : হাসান জামান। গীত রচনা : মুকুল দত্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই।
দৃশ্যাঙ্কণ : কবি দাশগুপ্ত। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও এডনা লরেঞ্জ।
সঙ্গীতানুলেখক : এ, পারমার (রাজকমল কলামন্দির, বম্বে)।
আবহ-সঙ্গীতানুলেখক : শ্যামসুন্দর ঘোষ (ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ, কলিকাতা)।
পরিবেশনা : মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

সহকারী

পরিচালনায় : তপেশ্বর প্রসাদ, রমেশ সেন। সুরসৃষ্টিতে : সমরেশ রায়। আলোকচিত্রে : পূর্ণেন্দু বোস, সুখেন্দু দাশগুপ্ত, অমূ চৌধুরী। শব্দযোজন : বাবাজী শামল। সম্পাদনা : কাশীনাথ বসু। শিল্পনির্দেশ : সুরথ দাস, বর্জু সর্দার। ব্যবস্থাপনা : হীরেন সাহা, মনু দে, পতিতপাবন মণ্ডল, দুলাল দাস। সাজসজ্জাতে : বিশ্বনাথ দাস। রূপসজ্জাতে : বটু গাঙ্গুলী, সত্যেন ঘোষাল। আলোক নিয়ন্ত্রণে : ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রাম দাস, রামবিলাস, ভুবন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীরঞ্জিত সিংহ। শ্রীগিরীশ রঞ্জন কাজী আব্দুল মজিদ। হাতোয়ার মহারাণী, পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও পাটনা ল কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শান্তি ব্যানার্জি, (সিউড়ি)।

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ (কলিকাতা)
ও রাজকমল কলামন্দির (বম্বে) তে পরিস্ফুটিত।

সবিনয় নিবেদন . . .

মানুষ নিয়ে, মানুষের ঘর নিয়ে আর ভালবাসা নিয়ে অনেক গল্প অনেকভাবে আপনারা শুনেছেন। আমাদের গল্পটা কিন্তু একটু অন্যরকম। এখানে ঘর আছে, ভালোবাসা আছে, মানুষও আছে ; কিন্তু এমন মানুষ—ঘরের ভালবাসা যাকে বেঁধে রাখতে পারে না। তাই ঘর ছেড়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

ছায়াছবির নায়ক হবার মতো কোন গুণই তার নাই। না কন্দর্পকান্তি চেহারা, না অদ্ভুত অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটি হৃদয়। ধূলিধূসর অস্তিত্বের নীচে এই হৃদয়টুকুই সে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো কারো কাছে পৌছে দেবার জন্যে। হয়তো, আপনার কাছেই।

শুধু অনুরোধ, তাকে যেন ভুল বুঝবেন না। সংসারে কারো কোন কাজে লাগলো না ব'লে তার ওপর সকলের অনেক অভিযোগ। কি নীলকান্ত কোবরেজের মেয়ে হরিমতী, কি ঝুমুরদলের লাস্যময়ী মেয়ে গোলাপ অথবা ময়না,-কেউই তাকে বুঝতে পারেনি। হয়তো বা বুঝতে চায়-ই নি কেউ। এই ভুল বোঝার বোঝা ব'য়ে বেড়াতে বেড়াতে পা' তার ভারী হয়ে এসেছে। থামতে চেয়েছে বহুবার। তবু থামবে সে কেমন করে ?

সে তো জানেনা, কোথায় লুকিয়ে আছে জীবনের পরম অমৃত। সে শুধু খুঁজতে জানে। আর জানে, যতদিন খুঁজে না পায়, ততদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতে।

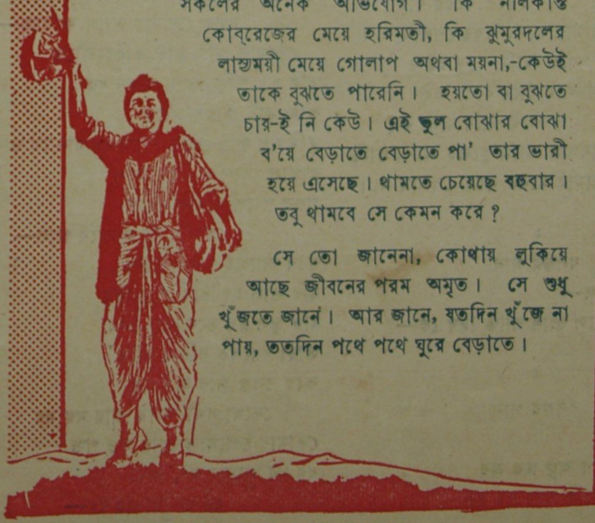

গান

১

বসন্তর গান

জীবনপুরের পথিক রে ভাই
কোন দেশেই সাকিন নাই
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না ॥
খেয়াল-পোকা যখন আমার মাথায় নড়ে চড়ে
আমার তাসের ঘরের বসতি
হে অমনি ভেঙ্গে পড়ে
তখন তালুক ছেড়ে মুলুক ফেলে
হইরে ঘরের বার
তবু কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।
মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই ॥
সোনার পিঞ্জর দিলাম বাঁধে বাসা কই
পাখী বাঁধে বাসা কই
অকূল গাঙে ভাসলাম আমি কূলের আশা ছাড়ি
তবু কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।

২

বসন্তর গান

তব রথ চক্রতলে—
প্রিয়া বলে প্রাণ পাতি দিব হে—

৩

বসন্তর গান

সখী হে—
আমার জ্বরে অঙ্গ জ্বর জ্বর
আমি প্রায় মর মর
তোমার প্রেমেতে বুঝি পড়িলাম
ধর সখী ধর ধর বাহুটি পসারি ধর
তোমার হাতেই বুঝি মরিলাম
বলি চাঁদপানা—
আহা চাঁদপানা টাক তার নীচে ফাঁক
ভাবিতে যে লাজে মরি
মগজ বুঝিগো নিখোঁজ হয়েছে
তোমারে তেয়াগ করি।
মগজ তোমায় ত্যাগ করেছে
মারলে গুঁতো কাজ হবে না
মগজ তোমায় ত্যাগ করেছে—
তোমার কাজ নাই কবিরাজীতে
তুমি খল নুড়ি ছেড়ে পাচন ধর
কাজ নাই কারসাজীতে
তুমি খল নুড়ি ছেড়ে পাচন ধর মানাবে ভাল
রাখাল বেশে মানাবে ভাল
গরুর পাশে রাখাল বেশে
তোমায় বঁধূ মানাবে ভাল—
তবে আগেই বলিয়া রাখি
যদি ভাল হয় তবে প্রাণ দিব
যদি ভুল হয় তবে প্রাণ নিব
তাহা আগেই বলিয়া রাখি
কহে বসন্ত জ্বরে জ্বর জ্বর
দেখো সখী আমি প্রায় মর মর
তোমার প্রেমেতে প্রায় পড় পড়
ধর ধর আমায় ধর, সখী
ধর ধর আমায় ধর—

৪

বসন্ত ও ময়নার তর্জাগান

ময়না : খুব হয়েছে বড়াই যাহ্
মুখের লড়াই থাক
যেমন ধরন তেমনি বরণ
হাঁড়ির মত মুখের গড়ন
ওরে তুই থামরে কেলে কাক
বসন্ত : ও আমার কি রূপসীরে
ও প্যাঁচানি তোর থামা চ্যাঁচানি
যেমন চলা তেমনি বলা
জানিস কতই ছলা কলা
ওরে তোর রূপের দেমাক রাখ
ময়না : কেলে কার্তিক খুব হয়েছে
ফুটছে মুখে খই
দেখছিনা তো বাহনটিকে ময়ুরটি তোর কই
বসন্ত : এই একটা কথা তবেই এবার
করি জিজ্ঞাসন
ময়ুর খুঁজে মিছেই কেন খারাপ করিস মন
খেউড় শুনে লাভ কি তবে ঢের বলেছিস
চুপ!
খাকার মধ্যে আছে কেবল অঙ্গ ভরা রূপ
ময়না : ও আমার গুণের কুটুম রে
ওরে কেলে ভূত
রূপ হলো যে অস্ত্র মোদের শোনরে বলি তবে
এই অস্ত্র দিয়ে মেয়ে জাতকে পাঠান
বিধি ভবে
বসন্ত : ময়নারে! আহা বেশ বলেছিস
ও ময়না বেশ বলেছিস বেশ বলেছিস
ময়না পড়ে চিরদিনই শেখান তার বুলি
খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই করিস চুলোচুলি
তোদের রূপ দিয়েছেন বিধি তবে
একটা কথা বল্
যদি দেখার মত চোখ না দিতেন
কি হতো তার ফল
চোখ আছে তাই দেখছি আর কান আছে
তাই শুনি
গুণের আদর চিরদিনই করে আসল গুণী
এই দেখি বলেই দেখাস তোরা
তাইতে তোদের সুখ
আয়না ছাড়া পায়না কদর পেত্নী
তোদের মুখ
ময়না : যদি চোখ দিয়েছেন বিধি তোদের
শুধু দেখার তরে
কেন রূপ দেখে বল্ হ্যাংলামিতে
জিভেতে জল ঝরে
বসন্ত : এই মাথামোটা ও রূপসীরে
তোর রূপের দেমাক বটে
বিধি সব দিয়েছেন দেননি শুধু
বুদ্ধি তোদের ঘটে
চোখ যদি না খুলে রাখি তোদের
রূপের কিবা দাম?
ময়না : মরণ! ছিটিয়ে থুথু ক'সনে কথা
চ্যাঁচাসনে তুই থাম

বসন্ত ঃ তোদের বুদ্ধি যে নেই এই দ্যাখ
ফের প্রমাণ করেছিস
মেয়েমানুষ চ্যাঁচায় যদি কানে ছড়ায় বিষ
না বুঝে এই ঝগড়া করার নেই যে প্রয়োজন
রূপের বড়াই ঢের করেছিস, বরং বলি শোন
ভিক্ষে তোরা কর আমাদের এ দুটি পা ধ'রে
দুচোখ মোদের খুলে রাখি যাতে দয়া করে।

৫

গোলাপের গান

মরি হায়, কারে বলি—
যে জল খেয়ে জ্বালা জুড়াই
সে জল খেয়ে দ্বিগুণ জ্বলি।

৬

গোলাপ ও ময়নাদের গান

মন যে আমার কেমন কেমন করে
প্রাণেতে ময়না সখি নাগর গেছে পরের ঘরে।
ওলো তোর দুখের কাঁটা তুলতে পারি কই
আমারি নিজের বোঝা বইতে নারি সই
ভাঁটিতে ভেসেছে মন উজানে বাই
কেমন করে।
শরীরে লাগিলে দাগ মুছিলে তো মুছে
কলঙ্ক লাগিলে মাথে কিছুতে না ঘুচে
পিরীতি আগুনে সই পুড়াবো হে কলঙ্কেরে।
হয় রাখো শিরিরাধা নয়তো চন্দ্রাবলী
সব ফুলেতে খাবে মধু হায়রে আমার অলি।
ডুবালে দুকূল সখা ডুববে তরী মাঝ ধারে।

৭

বসন্তর গান

কৃষ্ণ কালো আঁধার কালো
আমিও তো কালো সখি
তবে কেন আমায় ভালবাসলে না
ভালোবেসে মরণ ভালো
আমি ও তো মরিতে চাই
তবে কেন আমায় ভালো বাসলে না।
তোমার চোখে মেঘ করিলে
আমার চোখে আসে জল
এমন সুখের যন্ত্রণা হে কোথায়
গেলে পাবো বল।
সুখে কেঁদে মরিতে চাই
তবে কেন সুখের ফাঁদে বাঁধলে না।
পিরীতির বিষে যদি কলঙ্ক মিশিয়া যায়
চোখের জলে মুকুতা হে তখনি ঝরিতে চায়ঃ
সে রতন তুলে সখি
তবে কেন তারই মালা গাঁথলে না!

৮

বসন্ত ও জেলেদের গান

আহারে বিধি গো তোর লীলা বোঝা দায়
যে উড়িয়া বেড়ায় তারে বাঁধিস খাঁচায়
সে যে উড়ে যায় উড়ে যায় যায় যায় যায় যায়।
আকাশে যে পাখী ঐ মেলে তার ডানা
কি সুখে খাওয়াস তারে শুধু সোনা দানা।
সে যে উড়ে যায়……
ঘর যার নেই আর নেইরে ঠিকানা
যে চরণ মানে নারে নিষেধের মানা
মিছে কেন বেড়ি তবে বাঁধ তার পায়।
যে জন ভুলিয়া ঘর হয় পরবাসী
আর মালা যার গলে ওরে মনে হয় ফাঁসি
সে মালা খুলিয়া সে যে ফেলে দিতে চায়।
এই আছে এই নেই হায়রে যে জনা
কেন শিকলে বাঁধিয়া তারে ভাবিস আপনা
ছায়ারে কি কভু বল ধরে রাখা যায়॥

৯

বসন্তর গান

দোষ দিও না আমায় বন্ধু
আমার কোন যে দোষ নাই
কার কাছে রাখিলাম হে মন
আমি কার কাছেতে চাই।
সহর গঞ্জ দোকান পাতি খুঁজে খুঁজে মরি
হাটে বাটে ঘুরলাম কত এখন ঘরে ফিরি
এই দোকানদারী বেচাকেনায় আমার কোন
যে দাম নাই।
সবার ঘরে জলে বাতি আঁধার আমার ঘর
ভালবাসা সতীন আমার সুখ যে আমার পর
তোমার ঘরে সুখের বাতি যেন নেভে নাকো
আনন্দপাখীটা বন্ধু বন্দী করে রাখো
সুখে থাকো বন্ধু তুমি আমি চলে যাই।

১০

হে-হে, গাড়ি নড়েনা চড়েনা
এ পোড়া পিরীতের গাড়ি নড়েনা চড়েনা
আঘাটাতে চলতে এসে কাদায় ফেঁসে গেছে
গাড়ি নড়েনা চড়েনা।
তখন রাধা বললেন—
এসো এসো পার করো
নিজ হাতে চাকা ধরো।

১১

ময়না ও মেয়েদের গান

চিনিতে পারিনি বঁধু তোমারি এ আঙ্গিনা
তাই দেরী হলো যে দেরী হলো যে
তোমার কাছে আসিতে
সখা, তোমার কাছে আসিতে।
বলিতে জানিনা বঁধু কি যে মোর যাতনা
কিছু মানা ছিলোনা মানা ছিলোনা
তোমার কাছে বলিতে—সখা, তোমার
কাছে বলিতে।
কতো পথ পার হয়ে কতদিন গেছে বয়ে
কতো সুখ দুখ সয়ে চেয়েছি তোমায়
বিরহের ভার বঁধু বহিতে যে পারি না॥
দূরে গিয়ে ভুল হলো পথ কেন যেতে দিলো
কাছে পেতে আজ বঁধু চাইগো তোমায়
তোমার ভাবনা বঁধু ছাড়িতে যে পারি না॥

• রূপদানে •

অনুপ কুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা
রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, অসিতবরণ, জহর রায়
রবি ঘোষ, জহর গঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
হরিধন মুখোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ
অমর বিশ্বাস, খগেশ চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, আশা দেবী
হরিমোহন বসু, ভানু ঘোষ, সুশীল দাস, সোমনাথ মণ্ডল
(অতিথি শিল্পী), মনি শ্রীমাণী, প্রভাত ঘোষ, শ্যামল ঘোষ
অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান স্নেহাশীষ, জয়শ্রী ঘোষ, গোপা
দেবী, সঙ্গীতা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়
নিমাই ঘোষ, তিনু ঘোষ, ভোলা কয়াল, কার্ত্তিক সরকার
সাতকড়ি সাহা, জিতেন্দ্র খাড়া, শৈলেন দাস, সাধন
কার্ত্তিক, বরুণ দাস
অনুরাধা গুপ্ত ও অন্যান্য বহু শিল্পী

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৩২এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।